দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 29 2000 ...
৮ কলাম ৫

# চঃ বিঃ'র একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে
## ভিসি'র দলীয় ভূমিকায় শিক্ষার্থীদের জীবন অনিশ্চিত

০৪

**আহমদ করিম** ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। ছাত্র লীগের 'ট্যাক্স এন্ড কিলার' গ্রুপ ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। ভাইস চ্যান্সেলরের দলীয় একপেশে ভূমিকায় ১৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মাত্র আড়াই বছরেরও কম সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ জন মেধাবী ছাত্র খুন হয়েছে।

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নগরী থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্র-ছাত্রী শহরে অবস্থান করে। যাদের যাতায়াতের প্রধান বাহন শাটল ট্রেন। এছাড়া পাবলিক বাসে যাতায়াত করে অনেকে।

শিক্ষক এবং কর্মচারীদেরও অধিকাংশের বাস নগরীতে। ফলে অবস্থানগত কারণে দেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা অনেক বেশী কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের প্রকৃত অভিভাবক সুলভ আচরণ না থাকলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষ এবং অচলাবস্থা অতীতেও হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা অতীতের সকল রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলেও ক্লাস বন্ধ, শিক্ষক-কর্মচারীরা ক্যাম্পাসে যাচ্ছেন না, শাটল ট্রেন বন্ধ, ভাড়া বাস বন্ধ, নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ। এক কথায় সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় অচল রয়েছে। ছাত্র শিবির ও সম্মিলিত ছাত্র ঐক্যের অনির্দিষ্টকালের অবরোধ চলছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এ অবরোধ সমর্থন করেছে। ছাত্র লীগের একটি অংশ ক্যাম্পাসে সক্রিয় রয়েছে। অন্যান্য ছাত্র সংগঠন নীরব ভূমিকা পালন করছে।

### কেন এ অচলাবস্থা?

বিগত সরকারগুলোর আমলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের মধ্য থেকে ভিসি ও প্রোভিসি নিয়োগ দেয়া হতো। কিন্তু বর্তমান সরকার একদলীয় আদর্শে বিশ্বাসী সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে নিয়োগ না দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঠ পর্যায়ের দলীয় শিক্ষকদের ভিসি-প্রোভিসি নিয়োগ করে। ফলে শুরু থেকেই একান্ত দলীয় মনোভাব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

# চঃবিঃ'র একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে
## ভিসি'র দলীয় ভূমিকায় শিক্ষার্থীদের জীবন অনিশ্চিত

৮-এর পৃষ্ঠার পর

পরিচালিত হচ্ছে। ফলে সার্বজনীন আচরণের অভাবে শুরু থেকেই এ ক্যাম্পাসে অচলাবস্থার সূচনা হয় এবং দায়িত্ব গ্রহণের এক বছরেরও কম সময়ে ক্যাম্পাসে ছাত্র হত্যার ঘটনা ঘটে। আওয়ামী আদর্শে বিশ্বাসী নয় এমন অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা অজুহাতে হয়রানি শুরু করে। এমন কর্মচারীদেরকে হয়রানি এমনকি চাকরিচ্যুতিও ঘটে।

বর্তমান প্রশাসন বিগত ৩ বছরে অর্ধশতাধিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়। এতে দলীয় পরিচয় ছাড়া কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। চারটি প্রথম শ্রেণী উপেক্ষা করে ৪টি দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্রকে শিক্ষক নিয়োগের নজির স্থাপন করেছে বর্তমান প্রশাসন। ভিন্ন মতাবলম্বী শিক্ষকের বেতন বন্ধ করে দিয়েছে এমন ঘটনাও হয়েছে। এ সময় ছাত্র সংগঠনগুলোকে উপেক্ষা করে ভিসি অফিস শুধু ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীদের আনাগোনার স্থলে পরিণত করে। প্রশাসনের আস্কারা পেয়ে ছাত্র লীগ কর্মীরা ক্যাম্পাসে হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এমনকি নারীঘটিত বিভিন্ন বিষয়েও জড়িয়ে পড়ে। মূলত প্রথম থেকেই প্রশাসন ছাত্র লীগের সন্ত্রাসী গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা যায়। ফলে সবদিকে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এসময় ক্যাম্পাসে ছাত্র লীগ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিককালে ক্যাম্পাসে ছাত্র লীগ 'ট্যাক্স এন্ড কিলার' গ্রুপ এবং পলিটিকেল গ্রুপ এ দু'ভাগে পরিচিতি লাভ

রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। এ বৈঠকের পরদিন রাতে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন হল থেকে পুলিশ আকস্মিক অভিযান চালিয়ে ৫৪ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুনভাবে চরম অচলাবস্থার জন্ম দেয়।

### ছাত্র রাজনীতি ধ্বংস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গতিশীল ছাত্র নেতৃত্বকে বিকল করে দিয়েছেন ভাইস চ্যান্সেলর। অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রশাসন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজতেন। কিন্তু বর্তমান ভিসি বিগত তিন বছরে কখনও ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হননি। ক্যাম্পাস সমস্যার সাথে প্রধানত ছাত্ররা জড়িত হলেও ছাত্র সংগঠনকে অবহেলা করায় বিগত তিন বছরে সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ক্যাম্পাসভিত্তিক রাজনীতিতে যুক্তিশীলতা হ্রাস পেয়েছে। ছাত্র নেতৃত্বও অচল হয়ে পড়েছে। বর্তমান প্রশাসন ক্যাম্পাস সমস্যা সমাধানে সিনিয়র শিক্ষকদেরও কোন পরামর্শ নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

### সর্বাধিক হত্যাকাণ্ড

বর্তমান সরকারের আমলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বাধিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ৩০ বছরে হত্যাকাণ্ড হয়েছে ৫টি। অথচ বর্তমান সরকারের তিন বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড হয়েছে ৮টি। এর মধ্যে গত ১৯

### সন্ত্রাসী ও শিক্ষক ব্যবসা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েক মাস পূর্বে হঠাৎ করে ক্যাম্পাস বাস বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ক্যাম্পাসে দেড় যুগ ধরে চলে আসা এ ব্যবস্থা বন্ধ করার ঘোষণার সাথে সাথেই ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জানা যায়, ক্যাম্পাসে বর্তমানে ত্রাস সৃষ্টিকারী কিলার গ্রুপের নেতার সাথে কতিপয় আওয়ামী শিক্ষক ক্যাম্পাসে পরিবহন ব্যবসা করার পরিকল্পনা করেন। বাস বন্ধ করে যৌথভাবে টেম্পো ও মেক্সি সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত নেন।

### প্রক্টর অফিসে পুলিশী আচরণ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং হলে হলে পুলিশ অবস্থানের পাশাপাশি প্রক্টর অফিসে পুলিশী আচরণ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু অবস্থানে পৌঁছেছে। হাটহাজারী থানার ওসিসহ কতিপয় এসআই প্রক্টর অফিসে পায়ের ওপর পা দিয়ে শিক্ষকদের সামনে বসে থাকতে দেখা যায়। এ সময় ওয়ারলেস সেটে বিভিন্ন স্থানে কথা বলার সময় শিক্ষকদের সামনে প্রতিনিয়ত অকথ্য ভাষায় গালাগালি ছুঁড়তে শোনা যায়। প্রক্টর অফিসের শিক্ষকবৃন্দ এসব হজম করলেও ছাত্ররা লজ্জায় এসব স্থান ত্যাগ করতে দেখা যায়।